দৈনিক সংবাদ

তারিখ 06 OCT 1990
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

মেয়েদের অবৈতনিক শিক্ষার নামে নিষ্ঠুর প্রহসন

হেনা দাস

একথা সবাই জানেন যে, ১৯৯০-এর জানুয়ারী থেকে পৌর এলাকার বাইরে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত মেয়েদের জন্য অবৈতনিক শিক্ষা চালুর সিদ্ধান্ত সরকার ঘোষণা করেছে। সার্কুলারের মাধ্যমে স্কুলগুলোকে জানুয়ারী থেকে সংশ্লিষ্ট ছাত্রীদের কাছ থেকে বেতন আদায় না করার নির্দেশ পাঠানো হয়েছে। পৌর এলাকাসহ সারাদেশের সকল ছেলেমেয়ের জন্য ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষার দাবী এদেশের জনগণের, ছাত্র ও শিক্ষক সমাজের দীর্ঘদিনের দাবী। সমাজের সবচাইতে পশ্চাৎপদ অংশ হিসেবে নারী সমাজের মধ্যে শিক্ষা প্রসারের লক্ষ্যে মেয়েদের অবৈতনিক শিক্ষা চালুর বিষয়টিও অত্যন্ত জরুরী এবং অগ্রাধিকার পাবার যোগ্য। কিন্তু এ ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণের আগে এর সফল বাস্তবায়নের জন্য একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনা ও কিছু পূর্বপ্রস্তুতি অবশ্য প্রয়োজন। দুঃখের বিষয় সরকার সিদ্ধান্তটি বাস্তবায়নের প্রস্তুতি ছাড়াই আকস্মিকভাবে গত জানুয়ারী থেকে মেয়েদের অবৈতনিক শিক্ষা চালুর ঘোষণা দিয়ে নিজেকে জনদরদী, নারী শিক্ষা প্রসারে অগ্রদূত, জাতিসংঘের সিদ্ধান্তের প্রতি বিশ্বস্ত ও শ্রদ্ধাশীল প্রমাণের জন্য উঠেপড়ে লেগেছে। ইতিমধ্যে অবৈতনিক শিক্ষা চালুর নয় মাস অতিক্রান্ত হয়েছে, এখন দশম মাস চলছে, এই ক'মাসে কি পরিণাম দাঁড়িয়েছে সে ব্যাপারে বাস্তব অবস্থার দিকে দৃষ্টিপাত করা যাক।

পৌর এলাকার বাইরে প্রায় সব স্কুলই বেসরকারী মাধ্যমিক ও নিম্নমাধ্যমিক স্কুল। মেয়েদের পৃথক স্কুল ছাড়াও প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চল পর্যন্ত প্রায় প্রতিটি স্কুলে সহশিক্ষা অথবা মেয়েদের পৃথক শাখা চালু রয়েছে। কাজেই অবৈতনিক শিক্ষার সমস্যা ও পরিণাম ফলের সাথে কেবলমাত্র মেয়েদের স্কুলগুলোই জড়িত হয়নি, এর সাথে জড়িত হয়ে পড়েছে প্রায় গোটা বেসরকারী মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থা। বেসরকারী স্কুলের আয়ের প্রধান উৎস হচ্ছে ছাত্রবেতন, অধিকাংশ ক্ষেত্রে একমাত্র উৎস। এই আয় থেকেই শিক্ষক-কর্মচারীদের মূল বেতনের অংশ (সরকারী অংশ বাদে), বিভিন্ন প্রকার ভাতা, বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি, প্রভিডেন্ট ফান্ড প্রভৃতি খাতে ব্যয়নির্বাহ করা হয়। এ বছর ইতিমধ্যে বছরের নয় মাস সময় পার হয়ে গেছে, কিন্তু অবৈতনিক শিক্ষা চালুর কারণে ছাত্রবেতন আদায় বন্ধ, অন্যদিকে সরকার থেকে এ পর্যন্ত কোন ভর্তুকি দেয়া হয়নি। এর পরিণাম ফল দাঁড়িয়েছে মারাত্মক। গত আট মাস যাবৎ শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন ভাতা; বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি, প্রভিডেন্ট ফান্ডের সঞ্চয় সব কিছু বন্ধ হয়ে আছে। এই সংকট কত দিন চলবে তাও কেউ বলতে পারে না। আর কতদিন, কত মাস শিক্ষকদেরকে বিনা বেতনে অভুক্ত অবস্থায় দায়িত্ব পালন করতে হবে এই প্রশ্নের কোন স্পষ্ট উত্তর সরকারপক্ষ থেকে পাওয়া যাচ্ছে না। এমনিতেই শিক্ষার সংকট বিশেষ করে বেসরকারী শিক্ষাব্যবস্থার সংকট ক্রমান্বয়ে তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে। তার ওপর শিক্ষকদের মাসের পর মাস উপবাসী রেখে আর এক নতুন ও গভীর সংকট সৃষ্টি করা হয়েছে। আমরা নিশ্চয়ই আশা করতে পারি না যে, অভুক্ত শিক্ষকরা সুষ্ঠুভাবে তাদের শিক্ষাদানের দায়িত্ব পালন করবেন। এমনিতেই শিক্ষকরা যে বেতন ভাতা পান তা অত্যন্ত নিম্নমানের এবং তা দিয়ে আজকের দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির দিনে ৯ মাস চলে না। সরকারী শিক্ষকরা যে সব আর্থিক সুযোগ-সুবিধা পান তার অনেকগুলো থেকেই বেসরকারী শিক্ষকরা বঞ্চিত। এখন তাদের সামান্য প্রাপ্যটুকুও বন্ধ, বেতন ভাতা, প্রভিডেন্ট ফান্ডের সঞ্চয় ও সুদ থেকে তারা বঞ্চিত, ঋণেধারে জর্জরিত। এ অবস্থায় গ্রামাঞ্চলে শিক্ষার যে প্রদীপটি টিমটিম করে জ্বলছিল তাও নিভে যাওয়ার মত এক মারাত্মক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, অবৈতনিক শিক্ষার আকস্মিক সিদ্ধান্ত যে পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে তাতে মেয়েদের স্কুলগুলোই সবচাইতে বেশী সংকটের সম্মুখীন হয়েছে। এভাবে প্রতিকূল পরিস্থিতির সাথে যুদ্ধ করে কতদিন তারা তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পারবে এবং মেয়েরা অবৈতনিকের সুযোগ কতদিন ভোগ করতে পারবে তা বলা কঠিন।

সরকারী কর্তৃপক্ষ অবশ্য একেবারে চুপ করে বসে নেই। আগের কাজ আগে না করে অবৈতনিক শিক্ষা চালু করে দিয়ে তারপর এখন তারা আগের কাজ করছেন, অর্থাৎ ভর্তুকি কি পরিমাণ দেয়া যেতে পারে তার হিসাব-নিকাশ করছেন, কি পদ্ধতিতে ভর্তুকির এই পরিমাণ নির্ধারিত হবে তাও তারা এখন বিবেচনা করছেন। সংশ্লিষ্ট স্কুলগুলো থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রীসংখ্যা, বেতনের হার ইত্যাদি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের কাজ ইতিমধ্যে শেষ হয়েছে। কর্তৃপক্ষীয় মহলসূত্রে জানা যায় যে, তারা এই তথ্যে সন্তুষ্ট হতে পারেননি। প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকারা নাকি ছাত্রীসংখ্যা অনেক বাড়িয়ে দেখিয়েছেন। কোন কোন ক্ষেত্রে এটা হতে পারে, অসম্ভব কিছু নয়, কারণ সরকার সম্পূর্ণ ভর্তুকি দেবে এমন বিশ্বাস কারো নেই। তা ছাড়া শিক্ষকরা কেউই মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করেন না এমনও নয়। দেশের সার্বিক পরিস্থিতি, সরকারী উচ্চমহলের দুর্নীতি, শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারের ভ্রান্তনীতি ও পদক্ষেপ শিক্ষক সমাজকে নৈতিকতার পথ থেকে, সত্যের আদর্শ থেকে বিচ্যুতির পথে ঠেলে দিচ্ছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও তথ্য প্রদানে শিক্ষকদের মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ কিছুতেই সমর্থনযোগ্য নয়। এতে শুধু জটিলতাই বাড়বে, ভর্তুকি নির্ধারণ এই অজুহাতে আরও বিলম্বিত হবে। জানা যায় যে, বিষয়টি সম্পর্কে নাকি কর্তৃপক্ষ সরজমিনে গিয়ে তদন্ত করার কথা ভাবছেন, এতে তেমন কোন সুরাহা হবে বলে মনে হয় না। কারণ সরকারী পরিদর্শকদের ঘুষ-দুর্নীতির দাপটের কথা কারো অজানা নয়, বেসরকারী স্কুলগুলোর এসম্পর্কে তিক্ত অভিজ্ঞতা রয়েছে। যাই হোক ভর্তুকি নির্ধারণের ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ আরও একটি জটিলতার সম্মুখীন হয়েছেন বলে শোনা যায়। সেটা হচ্ছে ছাত্রীপিছু ভর্তুকির হার নির্ধারণ নিয়ে। কারণ ছাত্রীবেতনের হার এক এক স্কুলে এক এক রকম, একটি স্কুল থেকে আর একটি স্কুলের হার সম্পূর্ণ ভিন্ন।

এই বাস্তবতার কথা সরকারী কর্তৃপক্ষের অজানা ছিল না। অথচ এখন তারা যে পদ্ধতিতে ভর্তুকি নির্ধারণ করছেন তাতে একটি গড়হার নির্ধারণ করলেও বেশকিছু বিদ্যালয় ও শিক্ষক এতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তুলনামূলকভাবে যেসব স্কুলের শিক্ষক অপেক্ষাকৃত ভাল সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছেন তারা সেই সুযোগ-সুবিধা থেকে অনেকখানি বঞ্চিত হতে পারেন।

মেয়েদের অবৈতনিক শিক্ষাকে কেন্দ্র করে পৌর এলাকার বাইরে যে ভয়াবহ সংকট সৃষ্টি হয়েছে তা পৌর এলাকার ভিতরকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে তেমন কোন আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারেনি এবং জনগণের দৃষ্টিও সেদিকে তেমন আকৃষ্ট হয়নি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সমস্যাটি একটি জাতীয় সমস্যা। কাজেই অবৈতনিক শিক্ষা নিয়ে যাতে প্রহসন বন্ধ হয় এবং সুষ্ঠু পরিকল্পনা ও প্রস্তুতির মাধ্যমে তা বাস্তবায়িত হয় তার জন্য জনগণ ও শিক্ষক সমাজকে ঐক্যবদ্ধভাবে তীব্র আন্দোলন গড়ে তুলতেহবে।

মেয়েদের অবৈতনিক শিক্ষার প্রহসনের নমুনা দেখে ইতিমধ্যে পৌর এলাকাসহ সারাদেশের বেসরকারী মাধ্যমিক স্কুলগুলোর শিক্ষক ও কর্তৃপক্ষের মধ্যে আর একটি নতুন আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। সবাই জানেন আগামী বছর জানুয়ারী থেকে সারাদেশে বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা চালু করার সরকারী সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয়েছে। বেসরকারী মাধ্যমিক স্কুলগুলোর সাথে যুক্ত প্রাথমিক শাখায় এখন পর্যন্ত শিক্ষা অবৈতনিক নয়। কাজেই আগামী জানুয়ারীতে যখন সারাদেশে অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা চালু হবে তখন বেসরকারী স্কুলের ভর্তুকির প্রশ্নে আবার মেয়েদের অবৈতনিক শিক্ষার মত প্রহসনের পুনরাবৃত্তি হবে কিনা এটাই হচ্ছে দুশ্চিন্তা ও আতঙ্কের কারণ।

যাই হোক মেয়েদের অবৈতনিক শিক্ষা নিয়ে বর্তমানে যে গভীর সংকট সৃষ্টি হয়েছে যত দ্রুত সম্ভব সেই সংকটের সমাধান হওয়া প্রয়োজন। এর জন্য অর্থের সঠিক অঙ্ক নির্ধারণের অজুহাতে আর কালক্ষেপণ না করে অবিলম্বে ভর্তুকি প্রদান করতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়গুলো ও শিক্ষকগণ বর্তমানে যে দুর্ভোগের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়েছেন তার আশু অবসান ঘটাতেহবে।